বাইক্কা বিল অভয়াশ্রম হাইল হাওর

একটি জলাভূমির নৈসর্গিক পরিবেশের পুনঃপ্রবর্তন

ইউএসএআইডি এর সহায়তায় সামাজিক সংগঠন ও স্থানীয় সরকারের একটি যৌথ উদ্যোগ

বাইক্কা বিল বাংলাদেশের একটি অনন্য স্থায়ী অভয়াশ্রম

হাইল হাওরের সম্পদ ব্যবহারকারী তথা দেশের জনগণের উপকারের জন্য
সমাজভিত্তিক সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রিয় সরকারের সহায়তায়
সম্পদ সংরক্ষণের একটি উদ্যোগ

বাইক্কা বিলের কথা

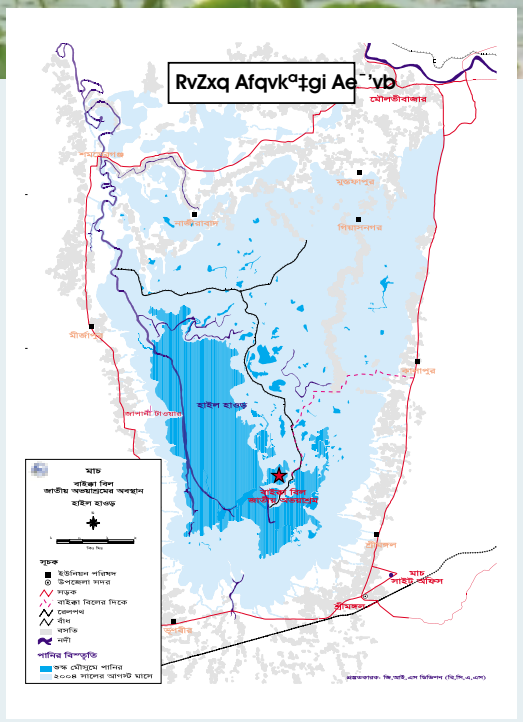

ঢাকা থেকে ২০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মৌলভীবাজার জেলার প্রখ্যাত চা-সমৃদ্ধ শহর শ্রীমঙ্গলের **হাইল হাওরের** পূর্ব দিকের প্রায় ১০০ হেক্টর আয়তনের একটি জলাভূমির নাম বাইক্কা বিল্ব বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার পর ১ জুলাই ২০০৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় এই বিলটিকে একটি স্থায়ী অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয় তখন থেকে বিলটিকে মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে **আইড়, কই, মেনি, ফলি, পাবদাসহ** আরো অনেক প্রজাতির মাছ এখানে বংশ বৃদ্ধি করে' পুরো হাওরে ছড়িয়ে পড়ে এখন এই বিল মাছের জন্যেই শুধু নয়, পাখি এবং অন্যান্য অনেক বন্য প্রাণীর জন্যও একটি চমৎকার নিরাপদ আবাসস্থল্ব এটি একটি নয়নাভিরাম জলাভূমি যেখানে হাজারো শাপলা আর পদ্ম ফুল ফোটে এখানে পাখিদর্শক আর প্রকৃতিপ্রেমীদেরও আনাগোনা শুরু হয়েছে বিলের বুনো বাসিন্দা আর শীতের অতিথিদের যেন তারা ভাল করে দেখতে পারেন সে'জন্যে গড়া হয়েছে একটি **পর্যবেক্ষণ-টাওয়ার**

কই

ফলি

মেনি

সরকারের সাথে সাক্ষরিত এক চুক্তির বলে বাইক্কা বিল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে **বড়গাঙ্গিনা সম্পদ ব্যe¯'vপনা সংগঠন (বড়গাঙ্গিনা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন - আরএমও)** সংগঠনটির দায়িত্ব হল অভয়াশ্রমটি রক্ষা করা এবং এর সংরক্ষণ আর টেকসই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা সমাজসেবা অধিদপ্তরে রেজিস্ট্রিকৃত এই সংগঠনটির ৪৭ জন সদস্যের মধ্যে জেলে, কৃষক, মহিলা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ রয়েছেন্ব তাদের কাজে সহায়তা দিচ্ছে এই এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিটি এবং মৎস্য অধিদপ্তর

বাইক্কা বিলে দেখার কী আছে

স্থানীয় অধিবাসীর কাছে মাছই বাইক্কা বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ্ব তবে মাছের দেখা পাওয়া কঠিন এবং দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্যে মাছেরা লাফিয়ে পানির উপরে উঠেছে এমন ঘটনা বিরল্ব কিন্তু দেখা ও উপভোগ করার মত 'কম গুরুত্বপূর্ণ' অনেক সম্পদ আছে এই বিল্বে বিলের কিনারে ফোটা হাজারো পানা, শাপলা আর পদ্ম ফুলের সারি মাথা নেড়ে তাদের জলজ সম্পদের ঐশ র্য্যভান্ডারে আপনাকে স্বাগত জানাব্বে চারিদিকে **পানি-সিঙ্গারা, মাখনা**-র মত বিরল উদ্ভিদের বিস্তার দেখেই আপনি অনুভব করবেন এই বিলের আদি ও অকৃত্রিম প্রকৃতিক্বে

আপনি হয়ত বিশ াসকরবেন না যে এই বিলের পানিতে এখনো লক্ষ লক্ষ ড্রাগন বাস করে লুকিয়ে থাকা মাছের মত এই ড্রাগনেরা জীবনের অধিকাংশ সময় পানির নীচে বাস করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তারা রূপ বদলে পানির উপরে উঠে হয় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ - যার নাম **ড্রাগনফ্লাই**, বাংলায় ফড়িং সকাল সন্ধ্যা এই বিলে চলে রঙ্গীন ফড়িংয়ের বিরতিহীন শোভাযাত্রা বৃষ্টিহীন উষ্ণ দিনে বিলের ফুলের পাশে আসে আরো এক দল পতঙ্গ - **প্রজাপতি**।

ফড়িং

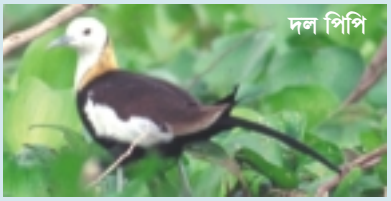
দল পিপি

প্রকৃতিপ্রেমীর চোখে পাখিই এই অভয়াশ্রমের সেরা প্রাণী - এরা দেখতে যেমন সুন্দর, দেখা দেয় তেমনি সহজে, বিশেষ করে শীত কাল্বে এখানে আপনি সর্বত্র দেখবেন **পানকৌরি, কানিবক** এবং লম্বা সাদা বকের ঝাঁক - বিশেষ করে **ধলাবক** আর **গোবক্ব** হয়ত দেখতে পাবেন এদের চেয়ে বড় আরো দু'জাতের বক - **ধুপনি বক** ও **রাঙ্গা বক্ব** বিলের প্রবেশপথে আর দক্ষিণপ্রান্তে দেখবেন **দল পিপি** আর **নেউ পিপি** শাপলা পাতায় তাদের লম্বা পা ফেলে হেঁটে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট **পান মুরগি** আর গোলগাল **বেগুনি কালেম** দলে বলে দেখা দেবে বিলের পশ্চিমে শীত কালে হয়ত এখানে দেখবেন কাদা ঘাঁটছে এক দল দূর্লভ **কালামাথা কাস্তেচরা** শীতের অতিথি হয়ে এই বিলে আসে অনেক জাতের সৈকৎ পাখি এদের মধ্যে **গেওয়ালা বাটান, মেটেমাথা টিটি** আর **কালাপাখ ঠেঙ্গী** চোখে পড়বে সহজেই

মেটেমাথা টিটি

ধলাবক

বেগুনি কালেম

পানকৌরি

পাখিদর্শকদের কাছে বুনো হাঁসই এই বিলের প্রধান আকর্ষণ। ধলা **বালিহাঁস** এই বিলের স্থায়ী বাসিন্দা। শীতকালে এদের সাথে এসে যোগ দেয় আমাদের অতিচেনা আঞ্চলিক-অতিথি পাখি **পাতি সরালী** আর **রাজ সরালী**। তাদের পাশাপাশি উড়ে আসে দূর পাল ার অতিথি পাখিরা - **মরচেরং ভুতিহাঁস** আসে মধ্য-এশিয়া থেকে এবং **গিরিয়া হাঁস** আর **ল্যাঞ্জা হাঁস** আসে সাইবেরিয়া থেকে।

পাতি সরালী

ল্যাঞ্জা হাঁস

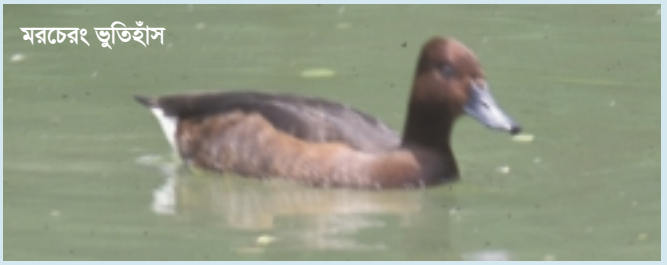
মরচেরং ভুতিহাঁস

রৌদ্রজ্জল দিনে বিলের উষ্ণ জলের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় অনেক চিল আর ঈগল। **শঙ্খ চিল** আর **ভূবন চিল** এই বিলের স্থায়ী বাসিন্দা। পানির উপর দিয়ে অল্প উচ্চতায় উড়ে বেড়ানো **পানভুলানী** শীতে এই বিলের নিয়মিত অতিথি। এই হাওরের প্রাক্তন বাসিন্দা, পৃথিবীব্যাপী বিপন্ন **পালাসী কুড়া ঈগল** এখন এই বিলে ফিরে এসেছে। শীতে তাদের পাশে উড়তে দেখবেন মধ্য-এশিয়ার আগন্তুক বড় **গুটি ঈগল**। ঈগলের বিশ্রাম ও বাসা তৈরীর জন্য এই বিলে চারটি উঁচু চৌকি বা প াটফর্ম তৈরী করা হয়েছে।

গুটি ঈগল

পালাসী কুড়া ঈগল

বিলের পানিতে আর পাড়ের ঝোপঝাড়ে আরো আকর্ষণীয় কিছু প্রাণী আছে - তবে, তারা সংখ্যায় কম আর মানুষের চোখে পড়তে নারাজ। তাদেরকে দেখার বেশী আগ্রহও মানুষের নাই। এই সরিসৃপকূলের তালিকায় রয়েছে সাপ ও স্বাদু পানির কচ্ছপ।

বাইক্কা বিল ঘুরে দেখুন

বড়গাঙ্গিনা আর.এম.ও (রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন))-র মাধ্যমে ঠিককরা নৌকায় উঠে বর্ষায় বাইক্কা বিল দেখা যায়। শীত কালে পানি ১০ ফুট নেমে যেয়ে অবশিষ্ঠ জলাশয়ে সব প্রাণী একত্রিত হয়ে বাইক্কা বিলের চেহারাই বদলে দেয়। নভেম্বর-মার্চ মাসে অভয়াশ্রমের পূর্ব দিকে প্রবেশপথের বড়গাঙ্গিনা খাল পার হয়ে বাইক্কা বিলে হেঁটে যাওয়া যায়।

প্রবেশপথের সাইনবোর্ড থেকে বিলের উঁচু পাড় (খালের পাড়) ধরে দক্ষিণ দিকে হেঁটে যান। বিলের পাড়ে আগে যে গাছের বাড়বাড়ন্ত ছিল সেটা হ'ল ঢোল কলমি- দ্রুত ছড়িয়ে পড়া একটা বিদেশী

গাছ্ব প্রাকৃতিক বাদাবন পূনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আর.এম.ও এখানে হিজল আর করচ চারা লাগিয়েছে্ব বর্ষায় আংশিক ডুবে যাওয়া গাছ ছোট মাছের জন্য ভাল বিচরণ ক্ষেত্র এবং এক কালে এই চারা বড় হলে এখানে পাখির উৎকৃষ্ট আবাস হবে সে আশা করা যায়্ব একটু দক্ষিণে পাবেন পর্যবেক্ষণ-টাওয়ার্ব আর.এম.ও আপনার টাওয়ারে যাবার ব্যবস্থা করবে্ব ভয় পেলে বন্য প্রাণীরা পালাবে এই কথা মনে রেখে বিলের পাড়ে হাঁটা আর টাওয়ারে অবস্থানের সময় সন্তর্পণে চলাফেরাসহ নিচু স্বরে কথা বলতে হবে৷

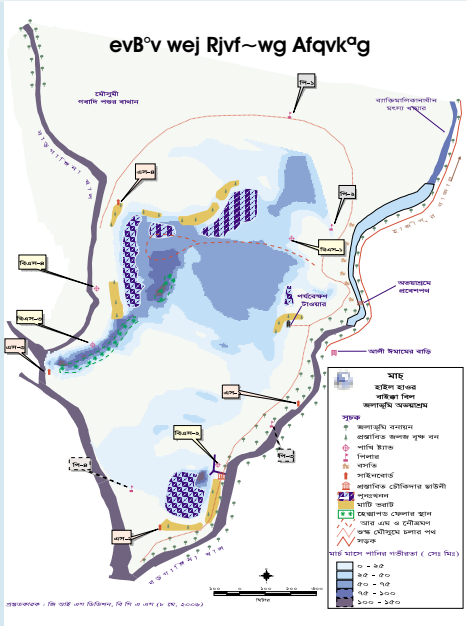

বাইক্কা বিল হাইল হাওরের কি উপকার করে

হাইল হাওর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়গুলোর অন্যতম্ব পূর্বে বালিশারা পাহাড় আর পশ্চিমে সাতগাঁও পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত এই হাওরে৬০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা হতে বৃষ্টির পানি সরবরাহ হয়, যেখানে রয়েছে অনেক গ্রাম, কৃষি জমি, আনারস-বাগান, চা-বাগান ও লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানসহ বনাঞ্চল্ব হাওরটি বর্ষায় ১৪,০০০ হেক্টর এলাকায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে, আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি কমলে ১৩০টি বিল ও বেশ কয়েকটি খালে বিখন্ডিত হয়ে মোট ৪,০০০ হেক্টর জলাভূমিতে সঙ্কুচিত হয়্ব শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠা বিস্তীর্ণ এলাকায় বোরো চাষ চল্বে

হাওর এলাকার ৬০টি গ্রামের ৩০,০০০ বসতবাড়ীতে ১৭২,০০০ এর বেশী মানুষ বাস করে্ব এর ৮০% মানুষের কাজ হাওরে মাছ ধরা - অনেকেরই জীবন ধারণের একমাত্র পথ এটা্ব হাওরের মানুষ পশুচারণ, পশুখাদ্য আহরণ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ, খাদ্য ও ঔষধী হিসেবে শাকপাতার প্রয়োজনে হাওরের উপরেই নির্ভরশীল্ব নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে হাওরের প্রতি একরে উৎপাদিত ধানের চেয়ে জলজ সম্পদ বেশী মূল্যবান্ব

বাংলাদেশে বাদাভূমি হিসাবে হাইল হাওরের গুরুত্ব সর্বদাই স্বীকৃত্ব সম্প্রতি 'বার্ডলাইফ ইন্টারন্যাশনাল' কর্তৃক এই হাওরকে 'গুরত্বপূর্ণ পাখি এলাকা' হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে্ব সংলগ্ন বনভূমি নিয়ে এই হাওর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জীববৈচিত্রপূর্ণ অঞ্চলগুলোর অন্যতম্ব হাওরটি ৯৮ প্রজাতির মাছের আবাসভূমি (১৯৯৯ হতে MACH কতৃক সংগ্রহ করা তথ্য) এবং ১৬০ প্রজাতির পাখির বিচরণক্ষেত্র্ব ১৯৭৭ সাল থেকে হাওর সংলগ্ন পাহাড় ও বনে আরো ২৩৮ প্রজাতির পাখি দেখা গেছে্ব

চাষের উদ্দেশ্যে বিলের পানি নিস্কাশন করা, মাত্রাতিরিক্ত মাছ ধরা, শিকার করা এবং সম্প্রতি জলাভূমিকে ইট-ভাটাও মৎস্য খামারে রূপান্তরিত করার ফলে হাইল হাওরের প্রকৃতিক উৎপাদনশীলতা ও জীববৈচিত্র বহু দিন ধরেই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিল্ব তাই ১৯৯৯ সাল থেকে MACH প্রকল্প বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ হিসেবে হাইল হাওরের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য পূনরুদ্ধার করার সমন্বিত প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করছে্ব ফলে হারিয়ে যাওয়া মাছ, গাছ ও পাখি হাওরে পূনর্বাসিত হচ্ছে এবং মৎস্যজীবীসহ জলাভূমির অন্যান্য ব্যবহারকারীদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে্ব

হাওর ব্যবহারকারী স্থানীয় লোকজন নিয়ে গড়া আটটি আর.এম.ও এখন হাইল হাওর ব্যবস্থাপনার কাজ করছে এদের উদ্দেশ্য নিজ নিজ সংস্থাধীন হাওরের অংশ সংরক্ষণ ও এর সম্পদের টেকসই ব্যবহার সুনিশ্চিত করা এবং সেইসাথে সংলগ্ন এলাকার সম্পদ ব্যবহারকারীদের দায়িত্বশীল আচরণে উৎসাহিত করা এরা মাছের জন্য ছোট ছোট অভয়আশ্রম তৈরি করেছে, ভরাট বিল খনন করেছে, বাদাবনে চারা লাগিয়েছে, বিপন্ন মাছের পোনা বিমুক্ত করেছে, ডিম ছাড়ার মৌসুমে মাছ মারা বন্ধ করেছে এবং বিলের পানি নিস্কাশন করে মাছ ধরার মত ক্ষতিকর কাজ বন্ধ করেছে বাইক্কা বিল স্থায়ী অভয়াশ্রম হিসেবে বিশেষভাবে সংরক্ষিত হয়েছে এবং এটি হাওরে মাছের বৃহত্তম প্রজনন ক্ষেত্র এর ফলে ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৪-২০০৫ সালে হেক্টর প্রতি আহরিত মাছের পরিমাণ ১৭০ কেজি থেকে দ্বিগুণ হয়ে ৩৯০ কেজি হয়েছে

সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার কাজ ও মাচ (MACH)

বাইক্কা বিল অভয়াশ্রমের জলাভূমি আবাস পূনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও সংরক্ষণের জন্য MACH ও বড়গাঙ্গিনা আর.এম.ও নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- মাছের জন্য শুস্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি রাখার উদ্দেশ্যে অভয়াশ্রমের কিছু এলাকা ড্রেজার দিয়ে খনন করা হচ্ছে
- অভয়াশ্রমে মাছের লুকাবার স্থান বৃদ্ধি করা ও চুরি রোধ করার জন্য গভীরতম স্থানে কংক্রিটের কাঁটা তৈরী পাইপ, টেট্রাপড ও হেক্সাপড স্থাপন হচ্ছে
- মাছ ও বন্যপ্রাণীর আবাস হিসেবে ভবিষ্যৎ বাদাবন তৈরির উদ্দেশ্যে জলাভূমি উপযোগী গাছের চারা লাগানো হচ্ছে

অভয়াশ্রম ভ্রমণে আসুন

সড়কপথ অথবা ট্রেনে সহজেই শ্রীমঙ্গল যাওয়া যায় এখানে বেশ কয়েকটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকার জায়গা আছে শহর থেকে ৪ কিমি দূরে কমলগঞ্জ সড়কে লাওয়াছড়া বনের কাছেই রয়েছে বিলাসবহুল **টি-রিসোর্ট** (ফোন: ০৮৬২৬ ২০৭, ০১৭১২ ০৭১৫০২ দিনপ্রতি ভাড়া: টাকা ১৫০০-৪০০০) শহরে অনেক হোটেলের আছে: **টি-টাউন রেস্ট-হাউস,** রাজ্জাক টাওয়ার (৩য় তলা), হবিগঞ্জ সড়ক (ফোন: ০৮৬২৬ ৩৭০, ০১৭১২ ০৮৮৫৬৭, দিনপ্রতি ভাড়া: টাকা ১৫০-৯৫০); **সন্ধ্যা আবাসিক হোটেল**, নতুন বাজার (ফোন: ০৮৬২৬ ৪৩৯, ০১৭১১ ৯৭৭০৭৬, দিনপ্রতি ভাড়া: টাকা ৮০-৬০০); এবং ভায়াটর বাংলাদেশ লি:, নিরালা ভিলা, মৌলভীবাজার সড়ক, আজিজ সুপারমার্কেটের পিছনে (ফোন: ০৮৬২৬ ৮৮৩০৯, ০১৮৯২৭৯৭৮৭, দিনপ্রতি ভাড়া: মার্কিন ডলার ৯-১৮)

পদ্ম

অভয়াশ্রম ভ্রমণের আগে বড়গাঙ্গিনা আর.এম.ও প্রতিনিধির সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। আর.এম.ও আপনাকে গাইড দেবে, পর্যবেক্ষণ-টাওয়ার খুলে দেবে এবং বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। শ্রীমঙ্গল শহর থেকে অভয়াশ্রমে যাবার পথের কথা নিচে লেখা হল :

শীতকালে: শ্রীমঙ্গল শহর-কেন্দ্র থেকে মৌলভীবাজার সড়কে ৯ কিমি এসে অভয়আশ্রম ও 'বরুনা মাদ্রাসা' সাইনবোর্ড থেকে বায়ের সরু পথে মোড় নিন। এই পথে ৩ কিমি যাবার পর বায়ে মোড় নিলে তার ০.৫ কিমি পর হাজীপুর বাজার। এখানে আর.এম.ও প্রতিনিধির দেখা পাবেন: জনাব মিন্নত আলী (সদস্য) অথবা ডাঃ আঃ খালেক মিয়া (সদস্য ও মালিক: সেবা ফার্মেসী)। বাজার সংলগ্ন সেতু পার হয়ে ডানে মোড় নিয়ে মাটির রাস্তায় ৫.৭ কিমি গেলে অভয়াশ্রমের প্রবেশপথ পাবেন।

বর্ষাকালে: আর.এম.ও প্রতিনিধিকে জানালে আপনাকে পশ্চিম ভাড়াউড়া ঘাট থেকে নৌকায় নিয়ে যাওয়া হবে। ঘাটটি শ্রীমঙ্গল শহরের কাছেই। শহর-কেন্দ্র থেকে মৌলভীবাজার সড়কে মাত্র ২০০মিটার এসে বায়ে মোড় নিয়ে (শ্রীমঙ্গল থানা ডানদিকে রেখে) রামকৃষ্ণ মিশন স্ট্রিট ধরে চলুন। এই পথে ৪০০ মিটার চলার পর ডানে মোড় নিয়ে ৩ কিমি গেলে ভাড়াউড়া ঘাট। এখান থেকে নৌকায় অভয়াশ্রম যেতে ৪৫ মিনিট লাগে।

মনে রাখবেন:

- এখানে আপনার ভ্রমণের জন্য সামান্য ফি ধার্য হয়েছে: প্রবেশ ফি, গাইড ফি, নৌকাভ্রমণ ফি। গাইড অথবা রক্ষী এই ফি সংগ্রহ করবে (অভয়াশ্রম সংরক্ষণের কাজে এই অর্থ ব্যয় করা হবে)।
- আপনার ভ্রমণের জন্য কম পক্ষে আধা দিন রাখলে ভাল হয়, শীত কালে আরো বেশী। হাঁটাহাঁটির জন্যে উপযুক্ত পাদুকা পরবেন, মাথায় রোদ ঠেকানোর টুপি রাখবেন, দূরবীণ আনলে খুবই ভাল। অভয়াশ্রমে আহার্য-পানীয় বিক্রি হয় না, নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার রসদ সাথে আনবেন।
- দয়া করে নিজ নিজ আবর্জনা এই অভয়াশ্রম থেকে দূরে নিয়ে যাবার কথাটা ভুলবেন না।

আলোকচিত্র: ইনাম-আল হক সাথে আরও ছবি নেয়া হয়েছে পল থমসন, ড্যারেল ডিপার্ট, রহমত হাওলাদার থেকে।

জলাভূমি রক্ষার স্বার্থে অনুগ্রহ করে বাইক্কা বিল অভয়াশ্রম সংরক্ষণের নিমিত্তে অনুমোদিত নিম্নলিখিত সহজ শর্তগুলো মেনে চলবেন:

- মাছ ধরা যাবে না
- পাখি ও অন্য বন্যপ্রাণী শিকার কিংবা তাদের উত্ত্যক্ত করা যাবে না
- গাছ-গাছালী, লতা-গুল্ম সংগ্রহ করা যাবে না
- গবাদী পশু চরানো যাবে না
- নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত এলাকার বাইরে চলাফেরা করা যাবে না
- পরিবেশে দূষণ করা বা রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা যাবে না
- জোরে শব্দ করা এবং আগুন জালানো যাবে না

কাউকে এসব নির্দেশ অমান্য করতে দেখলে দয়া করে অভয়াশ্রম রক্ষী, বড়গাঙ্গিনা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।

- পাখি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী দেখুন ও তাদের ছবি তুলুন
- অভয়াশ্রমের পূর্ব পাশে হেঁটে বেড়ান
- বর্ষাকালে নৌকায় চড়ে বেড়ান
- পর্যবেক্ষণ-টাওয়ারে উঠুন

আশা করি আপনার ভ্রমণ আনন্দদায়ক হবে।

আরো তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন:

বড়গাঙ্গিনা আর.এম.ও
জনাব সোবহান চৌধুরী - মোবাইল: ০১৮৯ ৫৬৬৯৭৯
জনাব মিনুত আলী -মোবাইল: ০১৭১২ ০৮২৮৭২
জনাব লুৎফর রহমান - মোবাইল: ০১৭১৮ ৩২১১০৮
জনাব তৈয়বুল ইসলাম - মোবাইল: ০১৭১৫ ২৭৮৬৭৩
জনাব পিয়ার আলী - মোবাইল: ০১৭১৬ ৫২১১৩০

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
শ্রীমঙ্গল, ফোন: ০৮৬২৬ ৪৮০
মোবাইল: ০১৭১২-৭৮২১৬০

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
শ্রীমঙ্গল, ফোন: ০৮৬২৬ ২২০
মোবাইল: ০১৫২ ৪৬৯১৯৫

এলাকা সমন্বয়কারী MACH প্রকল্প
উত্তরা আবাসিক এলাকা, ভাড়াউরা সড়ক
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

ফোন: ০৮৬২৬ ৮৮২৮৬
মোবাইল: ০১৭১১-৮১১৯০৬
ই-মেইল: hhaor@bangla.net

www.machban.org

MACH
জলাভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

WINROCK INTERNATIONAL

BCAS

CNRS

CARITAS BANGLADESH

an INTENT production | www.intentdesign.net